দৈনিক সংবাদ 081

তারিখ 05 MAY 1986
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউটে নিরাপত্তার অভাব

সিলেট, ১লা মে (জেলা বার্তা পরিবেশক)।--- সিলেট পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট শহরের অন্য কোন সুবিধাজনক স্থানে সরিয়ে নেয়ার দাবী উঠেছে। দাবীটি তোলা হয়েছে ইনষ্টিটিউটের ছাত্র-শিক্ষকদের পক্ষ থেকে। তাদের মতে, ইনষ্টিটিউটের বর্তমান অবস্থানের পরিবেশ শিক্ষার অনুকূলে নয়। গত মাসের প্রথম দিকে সংঘটিত একটি ঘটনার পর থেকে ইনষ্টিটিউট এলাকায় অবস্থানকারীরা নিরাপত্তার তীব্র অভাব বোধ করেছেন।

গত ২রা এপ্রিল সকালে সিলেট রেলওয়ে ষ্টেশনে কিছু রেল কর্মচারী ও সিলেট পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউটের ক'জন ছাত্রের মধ্যে সংঘটিত একটি অপ্রীতিকর ঘটনার এক পর্যায়ে ছুরিকাঘাতে পার্শ্ববর্তী খোজারখলা গ্রামের জনৈক মকবুল হোসেন নিহত হয়। এ ঘটনার জের ধরে বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসী দেশীয় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ইনষ্টিটিউটে হামলা চালায় এবং সুরমা ও প্রতিভা ছাত্রাবাসে অগ্নিসংযোগ করে। এতে ছাত্রাবাস দু'টির ৪১টি কক্ষের জিনিসপত্র সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয়ে যায়। অভিযোগ রয়েছে যে, এ সময় প্রশাসনিক ভবন ও সুরমা ছাত্রাবাসের অন্যান্য কক্ষে ব্যাপক ভাংচুর ও মালামাল লুট করা হয়। আহত হয় একজন পুলিশ ও কমপক্ষে ২১জন ছাত্র। সব মিলিয়ে ক্ষতির পরিমাণ ১ কোটি টাকার বেশী বলে অনুমান করা হচ্ছে।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঐদিন ইনষ্টিটিউট অনির্দিষ্টকালের জন্যে বন্ধ ঘোষণা করে বিকেল ৫টার দিকে সংশ্লিষ্ট এলাকায় সান্ধ্য আইন জারি করা হয়। কর্তৃপক্ষ পরদিন ছাত্রদেরকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেন এবং সান্ধ্য আইন প্রথমে শিথিল ও পরে (৯ই এপ্রিল) প্রত্যাহার করে নেন। তবে ইনষ্টিটিউট এলাকায় পুলিশ প্রহরা মোতায়েন থাকে। এ অবস্থায় প্রাণভয়ে অন্যত্র সরে যাওয়া শিক্ষক-কর্মচারীরা পুনরায় ইনষ্টিটিউট এলাকায় নিজেদের সরকারী বাসস্থানে ফিরে আসেন; কিন্তু ২১শে এপ্রিল সকাল সাড়ে ১১ টায় হঠাৎ করে পুলিশ প্রহরা তুলে নেয়ায় তারা আবার আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন ও পরিবার-পরিজন নিয়ে দারুণ উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছেন। এলাকার বাইরে আসতে পর্যন্ত তারা সাহস পাচ্ছেন না। ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনা প্রায় বন্ধ।

'সংবাদ' প্রতিনিধির সাথে আলাপকালে শিক্ষকরা জানালেন, ঘটনার দিন সাথে সাথে খবর দেয়া সত্ত্বেও প্রায় দেড়ঘণ্টা পর পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছে এবং বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসী যখন ছাত্রদেরকে বেদম মারপিট করছিল ও ধরে নিয়ে যাচ্ছিল তখন নীরব ভূমিকা পালন করে। শিক্ষকদের মতে, পুলিশ যথাসময়ে হস্তক্ষেপ করলে অনেক ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো যেতো। তারা ইনষ্টিটিউটের অধ্যক্ষ ও স্থানীয় প্রশাসনের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ। প্রসঙ্গত: জানান, অধ্যক্ষ ঘটনার দিন কর্মস্থলে থেকেও কোন ভূমিকা পালন করেননি বরং ঘটনা পরবর্তী সময়ে সেই যে সিলেট ছেড়েছেন, আর ফেরেননি। স্থানীয় প্রশাসনও ইনষ্টিটিউট কর্তৃপক্ষের সাথে তেমন একটা যোগাযোগ রাখছেন না। কেবল বরইকান্দি আদর্শ গ্রাম জনকল্যাণ সমিতির সদস্যরা সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন। বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে শিক্ষকরা জানিয়েছেন যে, তাদেরকে নানাভাবে ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে। তাই ইনষ্টিটিউট এলাকায় বসবাস ও দায়িত্ব পালনে তারা ভরসা পাচ্ছেন না। একারণে তারা ইনষ্টিটিউটটি শহরের অন্যকোন সুবিধাজনক স্থানে সরিয়ে নেয়ার দাবী তুলেছেন। শিক্ষকরা মনে করেন, ইনষ্টিটিউটের বর্তমান অবস্থানের পরিবেশ শিক্ষার অনুকূলে নয়। শিক্ষকদের ...

খোজারখলা গ্রামের এক ব্যক্তিকে (নামোল্লেখসহ) দায়ী করে জানায়, এই ব্যক্তি সিলেট রেলওয়ে ষ্টেশনের কুলি সর্দার ও অবৈধ মালের ব্যবসায়ী। সে জোরপূর্বক দীর্ঘদিন যাবৎ পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট এলাকার একটি আবাসিক কেন্দ্রে বসবাস করছে। তারা জানালো, কোন ছাত্রের নয়, অন্য কারও ছুরিকাঘাতে হত্যাকাণ্ডটি ঘটে। ছাত্ররা নিহত ব্যক্তির কবরের পাশে ক'টি নতুন কবর হয়েছে বলে উল্লেখ করে ঐ কবরগুলো কোন ছাত্রের কিনা তা খুঁজে দেখারও দাবী জানিয়েছে। তাদের মতে, অনেক ছাত্র এখনও নিখোঁজ। ছাত্ররা গ্রেফতারকৃত ছাত্রের মুক্তি দাবী করেছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, ঘটনার দিন পুলিশ ইনষ্টিটিউটের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র ইউনুস খানকে গ্রেফতার করে। সে এখন জেল হাজতে। ঘটনার ব্যাপারে মামলা দায়ের হয়েছে দু'টি।

উল্লেখ্য, সিলেট পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট এখনও বন্ধ। এই বন্ধের কারণে ইনষ্টিটিউটের ১২৪ জন ছাত্র কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের নির্ধারিত ২য় বর্ষ ২য় পর্ব সমাপনী উত্তর ২য় পরীক্ষা দিতে পারেনি। গত মাসের ১২ তারিখ থেকে এই পরীক্ষা শুরু হয়েছে।

শিশু একাডেমী বন্ধ হওয়ার আশংকা

বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, সিলেট জেলা শাখা এ বছর সরকার থেকে কোন অর্থ সাহায্য পায়নি। ফলে অর্থ সংকটের দরুন একাডেমীর কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাবার আশংকা দেখা দিয়েছে।

মহিলা ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর মোট ২০টি জেলা শাখার মধ্যে যে ক'টি এখন সক্রিয় সিলেট জেলা শাখা তার একটি। এই শাখায় বর্তমানে শিশুদের নাচ, গান, আবৃত্তি, অভিনয়, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতির প্রশিক্ষণ ক্লাস ও একটি শিশু পাঠাগার চালু আছে। এছাড়া বিভিন্ন সময় শিশুদের জন্যে নানা ধরনের প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। একাডেমীর কেন্দ্রীয় শাখা গৃহীত জাতীয় পর্যায়ের সকল কর্মসূচী বাস্তবায়নেও এই শাখা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। একাডেমীর সিলেট জেলা শাখার কার্যক্রম সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও মৌলবী বাজার জেলাধীন ৩৫টি উপজেলায় বিস্তৃত।

একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র জানিয়েছে, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, সিলেট জেলা শাখার ১৯৮৫-৮৬ অর্থ বছরের বাজেট নির্ধারণ করা হয়েছে প্রায় আড়াই লাখ টাকা। এই টাকা সরকারের রাজস্ব তহবিল থেকে যোগান দেয়ার কথা, কিন্তু এখন পর্যন্ত তা হয়ে উঠেনি। কবে নাগাদ দেয়া হবে তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। এতে করে একাডেমীর কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাবার আশংকা প্রকট হয়ে উঠেছে।

সূত্রটি জানায়, সরকার থেকে অর্থ সাহায্য না দেয়ায় এ বছর বার্ষিক শিশু আনন্দ মেলার আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। তবে গত বছরের উদ্বৃত্ত বাজেটের টাকার ওপর নির্ভর করে অন্যান্য কার্যক্রম এখনও চালু রাখা হয়েছে। সূত্রটির মতে, এভাবে বড়জোর আর একমাস চলতে পারে। এরপর এসব কার্যক্রম গুটিয়ে ফেলা ভিন্ন কোন উপায় থাকবে না।

এ ব্যাপারে একাডেমীর একজন উর্ধতন কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বিষয়টির সত্যতা স্বীকার করেন। অবশ্য অবস্থা নাজুক পর্যায়ে পৌছার পূর্বেই প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য প্রাপ্তি সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট আশাবাদী।